গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ

বিশেষ সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি

দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণ, সর্ব-সাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষা সুলভকরণ এবং এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ায় এবং কতিপয় জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় আগ্রহী হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এ আইনের অধীনে বর্তমানে ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলোর সাময়িক সনদের মেয়াদ বেশ আগেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান সমুন্নত রাখার বিষয়েও সরকার সমান উদ্যোগী। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহকে যুগোপযোগী ও বাস্তবানুগ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অতি মুনাফালোভী চরম ব্যবসায়ী চরিত্রের কতিপয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত্রতত্র এমনকি জেলা- উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত RRC, স্টাডি সেন্টার, কোচিং সেন্টার, দূরশিক্ষণ কেন্দ্র, ভর্তি কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি নামে-বেনামে আউটার ক্যাম্পাস খুলে উচ্চশিক্ষাকে মারাত্মক অবনতির পর্যায়ে নিয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, সরকার উচ্চশিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণের স্বার্থে এবং আউটার ক্যাম্পাসসমূহের অবৈধ কার্যকলাপ ও দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে আউটার ক্যাম্পাসে নতুন করে আর কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের কোর্স যথাযথ মান বজায় রাখা সাপেক্ষে সমাপ্ত করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়েও উক্ত সভায় একই ধরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীগন অননুমোদিত কথিত বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ কেন্দ্র, RRC, স্টাডি সেন্টার, ভর্তি কেন্দ্র, রিজিওনাল সেন্টার, তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল অবৈধ প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থে অবৈধভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে এসব ব্যাপারে উৎসাহিত করছে। অতি সম্প্রতি কোন কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদবিষয়ে ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণিত পরিস্থিতিতে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী দেশের সকল শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সম্মানিত অভিভাবকগনকে দেশী-বিদেশী কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - তা সে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, আউটার ক্যাম্পাস, রিজিওনাল সেন্টার, দূরশিক্ষণ কেন্দ্র, RRC, স্টাডি সেন্টার, ভর্তি কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র, ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন - সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে বা কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রতারিত না হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হলো। অবৈধ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হলে বা এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সনদপত্রের বৈধতার বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকার তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেনা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে-

(রঞ্জিৎ কুমার সেন)
উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-১)
ফোনঃ ৭১৬১১৭৬